প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা

<<

প্রশিক্ষণ ফলো–আপ কর্মশালা–১

সময় কাল ঃ ৬–৭ ডিসেম্বর '৮৯

স্থান ঃ বরগুনা

ভূমিকা ঃ

পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে দুদিন ব্যাপী ফলো–আপ কর্মশালার কাজ শুরু হয়। প্রথমেই কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাখ্য করা হয়।

কর্মশালার উদ্দেশ্য ঃ

- গত প্রশিক্ষণোত্তর কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- সমস্যা সমাধান পর্যালোচনা
- কর্মশালার এই উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশিক্ষণোত্তর কর্মপরিকল্পনার পোষ্টার প্রদর্শন করা হয়।

প্রশিক্ষণোত্তর কর্মপরিকল্পনা ঃ

- গ্রাম/প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, ৩–৫ টি গ্রাম
- প্রকল্প এলাকার জেলেদের সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক স্থাপন
- প্রকল্প এলাকার প্রতিটি গ্রামে ২০–৩০ জনের অনানুষ্ঠানিক দল গঠন (পুরুষ ও মহিলা দল) দলীয় সদস্যরা হবে সমশ্রেণীভুক্ত।

দলগঠনের উদ্দেশ্য ঃ

- সমস্যা দলীয়ভাবে বিশ্লেষণ
- দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও
- পরবর্তীতে সংগঠন/সমিতি গঠন
- দলীয়ভাবে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে জেলেদের সমস্যা ও কারণ নির্ণয় এবং চাহিদা নিরূপণ (সম্পদ/সুযোগ/সম্ভাব্যতা/সীমাবদ্ধতার আলোকে)

অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

- পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিটি উপজেলা গ্রাম/প্রকল্প এলাকা নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন। উপজেলা ভিত্তিক প্রকল্প এলাকা নির্বাচন প্রতিবেদন সংযুক্ত
- প্রকল্প এলাকার জেলেদের সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যক্তি–যোগাযোগ ও ছোট দলীয় যোগাযোগ অব্যাহতভাবে সকল উপজেলা চালিয়ে যাচ্ছে
- কেবল মাত্র বামনা উপজেলা কিছু অনানুষ্ঠানিক দল প্রকল্প এলাকায় গঠন করতে পেরেছে। অন্যান্য উপজেলা এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

সমস্যা ঃ

কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার কারণ হিসাবে অংশগ্রহণকারীগণ কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন বর্তমান পর্যায়ের কাজের জন্য প্রতিনিয়ত গ্রামে যাওয়া দরকার অথচ তা সম্ভব হচ্ছে না বলে তারা স্বীকার করেন।

সমস্যাসমূহ ঃ

- বিভাগীয় কোন যানবাহন নেই
- প্রয়োজনীয় জনবল (Manpower) উপজেলায় নেই। কোন কোন উপজেলায় কেবলমাত্র ক্ষেত্র সহকারী বা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছেন
- স্থানীয় যানবাহন ব্যবহার করার মত প্রয়োজনীয় তহবিল নেই

<<

- পেশাগত কারণে জেলেদেরকে গ্রামে পাওয়া যাচ্ছেনা
- আপাততঃ মহিলা দল গঠন সম্ভব নয়। (প্রাথমিকভাবে পুরুষ দল গঠন করে পরবর্তীতে মহিলা দল গঠনের উদ্যোগ নেয়া ভাল হবে)
- বর্তমান কাজের জন্য নির্ধারিত সময় যথেষ্ট নয়।

তথাপি অংশগ্রহণকারীগণ তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে মত প্রকাশ করেন। যদিও উপরোক্ত সমস্যার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

সাধারণ মন্তব্য/সুপারিশঃ

- কর্মপরিকল্পনার আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি
- চিহ্নিত সমস্যাবলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন
- পরবর্তী কর্মশালা জেলা-ভিত্তিক না করে যৌথভাবে করাই শ্রেয়
- পরবর্তী ফলো-আপ কর্মশালার তারিখ চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে বলে জানানো হয়েছে
- জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দকে গ্রাম পর্যায়ের দল গঠন ও চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত কাজের তত্ত্বাবধানের কাজে নির্দিষ্টভাবে জড়িত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

- অংশগ্রহণকারীগণ পরবর্তী কর্মশালায় নিম্নলিখিত ছক মোতাবেক কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

ছকঃ

গ্রামের নাম	দলের নাম	সদস্য সংখ্যা	নিয়মিত বৈঠকের দিন	চাহিদা/প্রয়োজন	মন্তব্য

- প্রকল্প এলাকার প্রতিবেদনের অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করবেন।

সমাপ্তিঃ

পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে দুদিন ব্যাপী কর্মশালার কাজ সমাপ্ত হয়। অংশগ্রহণকারীর তালিকা সংযুক্ত।

অংশগ্রহণকারীর তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	উপজেলা/জেলা
১.	আলাউদ্দিন আহমেদ	মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
২.	রমজান আলী	মৎস্য কর্মকর্তা	গলাচিপা
৩.	মতিউর রহমান	মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী সদর
৪.	রেজাউল করিম	মৎস্য কর্মকর্তা	মির্জাগঞ্জ
৫.	শংকর চন্দ্র হাওলাদার	মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
৬.	মোঃ শাহজাহান	মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
৭.	আবুল কালাম আজাদ	মৎস্য জরীপ কর্মকর্তা	বরগুনা
৮.	মীর সাব্বীর আহমেদ	মৎস্য কর্মকর্তা	বেতাগী
৯.	মোঃ শাহ আলম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	বামনা
১০.	মোঃ শামছুল হক	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	কলাপাড়া
১১.	আবদুর মজিদ খান	সহকারী মৎস্য কর্মকতা	দশমিনা
১২.	মোঃ মাহবুবুল আলম	মৎস্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)	আমতলী
১৩.	মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া	মৎস্য কর্মকর্তা	বরগুনা সদর
১৪.	মোঃ মোজাম্মেল হক	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	গলাচিপা
১৫.	মোঃ রুহুল আমিন	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
১৬.	মোঃ নুরুল ইসলাম	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
১৭.	আব্দুস সালাম	ক্ষেত্র সহকারী	পটুয়াখালী
১৮.	জগদীশ চন্দ্র বসু	ক্ষেত্র সহকারী	আমতলী
১৯.	মোঃ নুরুল ইসলাম	সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবি সমিতি, পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
২০.	মুহাম্মদ হারুন	এলাকা সমন্বয়কারী এস, সি, আই	পটুয়াখালী
২১.	কাজী আবুল কালাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী

প্রশিক্ষকঃ এম, বারী চৌধুরী
কোডেক, চট্টগ্রাম

ফলো–আপ কর্মশালা ২

সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী ১০–১১,১৯৯০

স্থান ঃ পটুয়াখালী

ভূমিকা ঃ উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তর এবং বি, ও, বি, পি/এফ, এ, ও–এর যৌথ উদ্যোগে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার মৎস্য কর্মকর্তাদের জন্যে গত জুলাই, ১৯৮৯ থেকে একটি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চলছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর এ ধারাবাহিকতার আলোকেই বর্তমান এ ফলো–আপ কর্মশালা সম্পাদন করা হয়। এতে পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার মোট ২৩ জন মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে দুইদিনব্যাপী ফলো–আপ কর্মশালার কাজ শুরু করা হয়। প্রথমেই অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে পোষ্টারের মাধ্যমে কর্মশালার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়।

কর্মশালার উদ্দেশ্য ঃ

- গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সবল ও দুর্বল দিকসমূহের পর্যালোচনা
- পারস্পরিক কাজের অভিজ্ঞতার বিনিময়
- সমস্যা সমাধান পর্যালোচনা

অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি উপজেলায় গ্রাম/প্রকল্প নির্বাচন শেষ হয়েছে। তবে গত ডিসেম্বর কর্মশালায় তারা যে সমস্ত গ্রাম নির্বাচন করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তার কিছু কিছু পরিবর্তন করে নতুন গ্রাম নির্বাচন করেছেন।
- চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত গ্রামের সংখ্যা হবে–৩৬টি এবং অনানুষ্ঠানিক দলগঠন করা হয়েছে ৯৯টি।
- নির্বাচিত গ্রামসমূহে ইতিমধ্যেই জেলেদের সাথে কর্মকর্তাদের সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে সবাই জানিয়েছেন। কিছু কিছু উপজেলায় সাপ্তাহিক সভারও আয়োজন করা হচ্ছে।
- গ্রামগুলোতে সম্ভাব্য কি ধরনের আর্থ–সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা যেতে পারে–তাও প্রাথমিকভাবে চাহিদার আলোকে নির্ণয় করা হয়েছে।
- কোন কোন অংশগ্রহণকারী জেলেদের সম্পদ সীমাবদ্ধাতার আলোকে প্রকৃত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারেননি। একইভাবে চাহিদাগুলোকেও সুসংগঠিতভাবে প্রকাশ করতে পারেননি।

সমস্যাবলী ঃ

- কাজের বর্তমান অগ্রগতি মোটামুটি। তবে মহিলা দল গঠণের ক্ষেত্রে কোন উপজেলাই তেমন কোন অগ্রগতি দেখাতে পারেননি। এর কারণ হিসাবে অংশগ্রহণকারীরা মূলতঃ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ জেলেদের উৎসাহহীনতা, পর্দাপ্রথা, সামাজিক কুসংস্কার, সংগঠনের প্রতি বিশ্বাসবোধের অভাব এবং সর্বোপরি নিজেদের সময়াভাব।
- গলাচিপা এবং কলাপাড়া উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তাদ্বয় গত মাসে অন্যত্র বদলী হয়ে চলে গেছেন। এ প্রেক্ষিতে এ দুটি উপজেলায় যথেষ্ট শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। নষ্ট হয়েছে কাজের ধারাবাহিকতা।
- অপ্রতুল ষ্টাফিং এবং যানবাহনের অভাব কাজের অগ্রগতি এবং গ্রামগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করছে।

সাধারণ মন্তব্য/সুপারিশ ঃ

- পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো বেশী অগ্রগতি সাধন করা উচিৎ ছিলো
- চিহ্নিত বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন
- বাউফল উপজেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তার অসুস্থতার কারণে উক্ত উপজেলায় কোন কাজ হয় নি, এ ব্যাপারেও দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন
- পটুয়াখালী জেলার "জেলা জরিপ কর্মকর্তা" বদলী হয়েছেন বরিশালে। তিনি এর আগে পটুয়াখালী সদর উপজেলার কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ ধরনের বদলী সম্পদের (বর্তমান কর্মকান্ডে) অপচয়ের সৃষ্টি করছে।

পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঃ

- আগামী ৪–১০ ই মার্চ পটুয়াখালীতেই দুটি জেলার যৌথ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে

<<

- মার্চের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা গত নভেম্বর কর্মশালার দিক-নির্দেশ অনুযায়ী উপজেলা-ভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন। প্রতিবেদন তৈরী এবং উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আপন শৈলী এবং সৃজনশীলতার উপর সবাইকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। একইভাবে সততা এবং আন্তরিকতার উপরও জোর দেয়া হয়েছে।
- প্রতিবেদন তৈরীতে যাতে জটিলতার/উদ্দেশ্যহীনতার সৃষ্টি না হয় সেজন্যে প্রতিবেদনের একটি সাধারণ গঠনশৈলী অনুসরণ করতে বলা হয়। প্রতিবেদনটি মূল ২টি অংশে বিভক্ত হবেঃ

ক. গ্রাম-ভিত্তিক কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ এবং ছক আকারে কিছু মৌলিক, সাধারণ তথ্যাবলী। যে সমস্ত তথ্যাবলী অবশ্য প্রয়োজনীয় তা হচ্ছেঃ

ইউনিয়ন	গ্রাম	মোট জনসংখ্যা	অভীষ্ট জনসংখ্যা	অনানুষ্ঠানিক দল সংখ্যা			দলের সদস্য সংখ্যা			দলের মূল সমস্যা	দলের চাহিদা	মন্তব্য
				পুঃ	মঃ	মোট	পুঃ	মঃ	মোট			

খ. গ্রাম-ভিত্তিক প্রাক প্রকল্প নির্বাচন প্রতিবেদন

১. ভূমিকা

২. মৌলিক সমস্যাবলী

৩. সমস্যার আলোকে দলের সাধারণ চাহিদা, যেমনঃ

- ৩-১ শিক্ষা সংক্রান্ত
- ৩-২ যা করা যেতে পারে
- ৩-৩ প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাবলী
- ৩-৪ যে সমস্ত সুবিধাবলী বর্তমান আছে
- ৩-৫ যা করা প্রয়োজন
- ৩-৬ কিভাবে তা করা যেতে পারে
- ৩-৭ অর্থ সংস্থানের সম্ভাব্য উৎস
- ৩-৮ চাহিদার সমাধান পথে সাধারণ মন্তব্য

গ. স্বাস্থ্য সংক্রান্তঃ যেমন (একই ভাবে) টিউবওয়েল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃপ্রণালী, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, ভ্যাকসিনেশন, পুষ্টি, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, ইত্যাদি

ঘ. অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পঃ যেমন-চিহ্নিত সমস্যা-কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, তালাক, বহু বিবাহ ইত্যাদি।

- সচেতনতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, শৃংখলা, নীতি নির্ধারণ

ঙ. অর্থনৈতিক প্রকল্পঃ যেমন- মাছ চাষ, পুকুর পূনঃখনন, হাঁস-মুরগী-গরু পালন, শাক-সবজি চাষ, নৌকা-জাল তৈরী, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বরফ কল, বাঁশ-বেতের কাজ, কাঁথা সেলাই, মৌমাছি পালন, রেশম চাষ, কৃষি, বনায়ন ও অন্যান্য সম্ভাব্য প্রকল্প।

- ১টি গ্রামে সম্পদ সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী কি কি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে
- কর্মসূচী প্রণয়নে আয় ও ব্যয় কেমন হতে পারে

সমাপ্তিঃ

স্বতঃস্ফূর্ত শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে এবং আগামী কর্মশালার যথার্থ প্রতিবেদন উপস্থাপনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২ দিন ব্যাপী বর্তমান কর্মশালাটি শেষ হয়।

অংশগ্রহণকারীদের নাম সংযুক্তঃ

প্রশিক্ষক
শিবব্রত নন্দী

<<

মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

সময়কাল ঃ ১২–১৪ ই ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৯০

স্থান ঃ পটুয়াখালী

উদ্দেশ্য ঃ মৎস্য চাষ (Aquaculture) সম্পর্কিত সমস্যাগুলো জানা এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধানের পথ আবিষ্কার।

- মৎস্য চাষ সম্পর্কিত বর্তমান দক্ষতার সম্প্রসারণ
- মৎস্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রক্রিয়া ঃ

উল্লেখিত মূল উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। প্রথমেই শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর উপকূলীয় এ দুটি জেলার সর্বশেষ মৎস্য সম্পদ জরিপ প্রতিবেদনটি তুলে ধরা হয়। ক্রমাগত সম্পদ হ্রাসের চিত্রের আলোকে এলাকার সম্ভাবনার চিত্রও উপস্থাপিত হয়। এ সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে যদি প্রতিফলিত করতে হয়, তবে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিতকরণ এবং তার আলোকেই কর্মসূচী প্রণয়নের রূপরেখা উপস্থাপনার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। মৌলিকভাবে যে সমস্ত সমস্যা চিহ্নিত হয়, তা নিম্নরূপঃ

- পোনার সংকট/প্রাপ্যতাহীনতা
- হাজামজা/সংস্কারহীন পুকুর
- বহু মালিকানা
- পুঁজির অভাব
- মাছ চাষ সম্পর্কে ধারণার অভাব
- পুকুরকে সম্পদ/আয়ের পথ হিসাবে বিবেচনার ধারণার অভাব
- দুর্বল সম্প্রসারণ কার্যক্রম
- প্রাকৃতিক উৎস্যকে প্রধান হিসাবে বিবেচনা করায় চাষাবাদ পদ্ধতিকে অবহেলার চোখে দেখা
- মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে নতুনতর প্রযুক্তি স্থানান্তর ধারণার অভাব

উল্লেখিত মূল সমস্যার আলোকে কারিগরী বিষয়ে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়ঃ

- মৎস্য চাষের স্থান নির্বাচন
- মাছ চাষের ধরন এবং পানির ধরন
- ব্যবস্থাপনার ধরন ও কৌশল
- মৎস্য চাষে উপযুক্ত পানি ও মাটি
- এ্যাকুয়াফার্মের বাহ্যিক বিষয়াবলী
- মূল রাসায়নিক উপাদানসমূহ
- কার্প চাষে পদক্ষেপসমূহ
- মজুদ–পূর্ব ব্যবস্থাপনার কৌশল ও নিয়মাবলী
- মজুদকালীন ব্যবস্থাপনার কৌশল ও নিয়মাবলী
- মজুদ–পরবর্তী ব্যবস্থাপনার কৌশল ও নিয়মাবলী
- নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনা কৌশল
- চিংড়ী–কার্প মিশ্র চাষ পদ্ধতি

<<

- সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ কৌশল
- কর্মপরিকল্পনা তৈয়ার কৌশল

উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়েরই উপকরণ (Material) সরবরাহ করা হয় (জনপ্রতি প্রায় ১২০ পৃষ্ঠা) তাছাড়াও প্যারাফিশারিজ (Parafisheries) ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Parafisheries concept to develope rural extension system এবং কীটব্যাগ (Kitbag) এর ব্যবহার সবাইকে আগ্রহী করে। তাছাড়াও মজা পুকুর সংস্কারে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তা নেওয়ার কৌশল এবং সমবায় পদ্ধতিতে মাছ চাষের ধারণা সবাইকে আকৃষ্ট করেছে।

কর্মপরিকল্পনা

১. পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে প্রতিটি উপজেলার বিস্তারিত এ্যকুয়াকালচার পরিকল্পনা প্রণয়ন
২. বিস্তারিত বাজেট এবং পরিকল্পনাসহ উপজেলা-ভিত্তিক কার্প চাষ, চিংড়ী চাষ, চিংড়ী-কার্প মিশ্র চাষ, কার্প নার্সারী সম্পর্কে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী।

প্রশিক্ষক
শিবব্রত নন্দী